ডিজিটাল আর্কাইভ আইটি এনাবলড্ সার্ভিসে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

বর্তমানে- এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও সভ্যতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধনের হাতিয়ার হলো তথ্য। আর তাই তথ্যকে সংরক্ষণ ও সহজলভ্য করে তোলার প্রচেষ্টা সর্বযুগের। তথ্যকে বর্তমানে শুধুমাত্র মুদ্রিত অবস্থায় নয় বরং ডিজিটালরূপে সংরক্ষণ করা হচ্ছে সমস্ত উন্নত দেশে। আমাদের দেশে খানিকটা দেরীতে হলেও জনস্বার্থে ডিজিটাল ফরম্যাটে তথ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আর এই প্রকল্পটির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল আর্কাইভ টেকনোলজী।

ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরীর কাজে ব্যস্ত রায়ানস কম্পিউটার্সের কর্মীরা। ছবিঃ জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

তথ্যকে সহজলভ্য, সুবিন্যাস্ত ও সহজে খুঁজে পাবার পদ্ধতি হিসেবে ডিজিটাল আর্কাইভ একটি বহু পুরনো পদ্ধতি। এখানে যেটি করা হয়- সেটি হলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমস্ত খবরাখবর স্ক্যান করে আলাদা করে রাখা হয়, খবরের বিষয়বস্তু, প্রকাশের তারিখ, পত্রিকার নাম ও পৃষ্ঠার সংখ্যার ভিত্তিতে। তারপর এই সমস্ত তথ্য একটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয় ঐ সংবাদের ইমেজটির সাথে। আর তথ্যগুলো পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে প্রয়োজন হবে একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার ফ্রন্ট এন্ড যেখান থেকে বিষয়বস্তু, প্রত্রিকার নাম, প্রকাশের তারিখ কিংবা উভয়টির সমন্বয়ে খবরটি খুঁজে বের করা যাবে।

আর এ ধরনের নিউজ ব্রাউজিং সেন্টার স্থাপিত হতে পারে যে কোন পাবলিক লাইব্রেরী কিংবা পাড়ার স্থানীয় পাঠাগার কিংবা সাইবার ক্যাফেতে। বাংলাদেশে অবশ্য এ ধরনের উদ্যোগ খুব বেশি নেই। বিভিন্ন পত্রিকা নিজেদের স্বার্থে তাদের সমস্ত পত্রিকা ও পুরনো সংখ্যা স্ক্যান করে ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণ করলেও জনস্বার্থে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে শুধুমাত্র রায়ান কম্পিউটার্স। তারা এই প্রকল্পটি এখনও জনসম্মুখে উন্মুক্ত করেনি তথ্যের অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে। তারা পরিশ্রম করে যাচ্ছে যাতে খুবই শীঘ্রই এ ধরনের একটি নিউজ সার্ভিস ব্রাউজিং সেন্টার শুরু করা যায় আইডিবি ভবনস্থ কম্পিউটার সিটিতে। এই প্রসঙ্গে তাদের মূল বাণিজ্যিক চিন্তা-ধারা বাংলাদেশের বাজার কেন্দ্রিক নয়- বরং বৈদেশিক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থার কাজ যদি আমাদের দেশে বসে স্বল্প খরচে করা যায়, তবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আর বিদেশের কাছ থেকে দেশে কাজ আনার ক্ষেত্রে তাদেরকে এ দেশে সফল ডিজিটাল আর্কাইভ দেখাতে হবে। সেই তাগিদেই গড়ে তোলা হচ্ছে এই নিউজ ব্রাউজিং সেন্টার। এই ব্রাউজিং সেন্টারের তথ্যের জন্য দেশের সমস্ত শীর্ষস্থানীয় বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় দৈনিকের সম্প্রতি সময়ের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি তৎপরতা চলছে ১৯৭১ ও পরবর্তী সময় ৭৪-৭৫, ৭৬ ও ৮০ সালের তথ্যগুলো সংগ্রহের।

ব্রাউজ করে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই খুজে পেতে পারেন তাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্য

কেননা, বর্তমান প্রজেন্মর কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার এর চেয়ে ভালো কোন পন্থা নেই বলে জানান রায়ান কম্পিউটার্সের কর্ণধার আহমেদ হাসান জুয়েল। আর তথ্য খোঁজা ও ব্রাউজ করার জন্য যে ইলেকট্রনিক নিউজ ভিউয়ার সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা রায়ান কম্পিউটার্সের তত্বাবধায়নে আমাদের দেশেই তৈরী করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারটি তৈরী করেছেন সাইফুল ইসলাম বাবু ও আশরাফুল ইসলাম সুহৃদ।

তাছাড়া এই ডিজিটাল আর্কাইভে বিশ্বের নামী-দামী সংবাদপত্রগুলোতে বাংলাদেশ নিয়ে যেসব আর্টিকেল ছাপা হয় সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই সাথে চলছে বিবিসি রেডিওর এক্সক্লুসিভ কিছু সাক্ষাৎকার।

আর কর্পোরেট ও গবেষণা সংস্থাগুলোর কথা চিন্তা করে এই ব্রাউজিং সেন্টারে থাকবে অর্ডার নেয়ার প্রথা। এর ফলে যে কেউ কোন বিষয়ভিত্তিক তথ্যের জন্য অর্ডার করতে পারে। অর্ডার করার আধঘন্টার মধ্যে তার বাছাইকৃত সংবাদ সিডিতে সরবরাহ করতে পারবে।

এই সার্ভিসকে অত্যন্ত উচ্চমূল্যে মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা, এই সম্ভাবনার মূল লক্ষ্য দেশের বাজার নয় বরং এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থার কাজ আনা সম্ভব।

আমাদের দেশের একটি কোম্পানীর নয়, বরং জাতীয় ভিত্তিতে এ ধরনের ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যাতে- সঠিক তথ্য সহজে মানুষের হাতে আসতে পারে। ❑ মোঃ মারুফ হোসেন

বাজার ঘুরে

অপটিক্যাল ওয়্যারলেস মাউস

কম্পিউটারের এ্যাক্সেসরিজ যেভাবে দিন দিন বেড়েই চলছে তাতে কম্পিউটার ঘিরে অসংখ্য তার বা ক্যাবলের ঝঞ্ঝাট একটি বিরাট সমস্যা তৈরী করতে পারে ইউজারের কাছে। মাউস সবসময় ব্যবহার করতে হয় এরকম একটি হার্ডওয়্যার। কর্ডলেস বা ওয়্যারলেস মাউসগুলো অন্তত কিছুটা তারের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করতে পারছে ইউজারদের। এরকম কিছু ওয়্যারলেস মাউস নিয়ে এসেছে মারকারী ব্র্যান্ড। মাউসগুলোর ভিতরে দুটি মডেল রয়েছে। এক হলো কর্ডলেস স্ক্রোল মাউস যার মডেল সি-১২১০। এটির মূল্য মাত্র ৬০০ টাকা। অন্যদিকে কার্ডলেস অপটিক্যাল মাউসগুলোর (সি-১৪০০) দাম প্রায় ১২০০ টাকা। তবে অপটিক্যাল মাউসের বাড়তি সুবিধা হলো মাউসের মুভমেন্টের জন্য এতে কোন বল থাকে না। আমাদের দেশে ধুলোবালি মাউসের ভিতরে গিয়ে কিছু দিন পরে মাউসের মুভমেন্ট যে ব্যাহত হয় সেটি আর ঘটে না অপটিক্যাল মাউসের ক্ষেত্রে। যেকোন ধরনের সারফেসে (একমাত্র কাঁচ ছাড়া) অপটিক্যাল মাউস তার মোশন ডিটেক্ট করতে পারে। মারকারীর এই মাউসগুলো প্রত্যেকটিরই রয়েছে ইরগোনোমিক শেইপ, ইউনিক কালার। এর আছে রিলায়েবল ২৭ মেগাহার্জ ডিজিটাল রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি যা দিয়ে এটি ওয়্যারলেসভাবে কাজ করতে পারে। আরো আছে বাড়তি স্ক্রলি ও জুমিং অপশন, তিনটি প্রোগ্রামেবল বাটন। সি-১৪০০ মডেলে বাড়তি সুবিধা হিসেবে আছে বিল্টইন ব্যাটারী চার্জার। মাউসগুলো বাজারজাত করছে খান জাহান আলী কম্পিউটার্স।

পেনডিস্ক ঃ হাতের মুঠোয় স্টোরেজ

ফ্লপির যুগকে পেছনে ফেলে স্টোরেজ মিডিয়া যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তার প্রমাণ করতে আমাদের বাজারেই আসছে পেনডিস্ক। যেখানে ফ্লপির সীমিত জায়গা আবার তার ব্যাড সেক্টরের ঝামেলা ব্যবহারকারীদের প্রায়শঃই সমস্যার মধ্যে ফেলে। অন্যদিকে সিডিতে একবার ডাটা রাইট করে ফেললে তাতে আর ডাটা মুখে রাইট করা সমস্যা। এদিক থেকে অনেক ফ্লেক্সিবল স্টোরেজ ডিভাইস হলো পেনডিস্ক যাতে যতবার খুশি ডাটা রিড / রাইড করা যাবে।

ইউএসবি ইন্টারফেস ১.১ ব্যবহার করে এই পেনডিস্কগুলো পোর্টে জুড়ে দিয়ে খুব দ্রুতই এর মাধ্যমে ডাটা কপি বা রিড করা যাবে। ৩২ মেগাবাইট থেকে আরম্ভ করে পেনডিস্কগুলোর সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি প্রায় ২ গিগাবাইট পর্যন্ত। ফুল স্পিডে এই ডিস্কগুলো ১২ মেগাবিটস পার সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে। ইউএসবি পোর্ট থেকেই পাওয়ার গ্রহণ করে বলে এর আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও প্রয়োজন হয় না। এতে আরো আছে রাইট / ডিলিট প্রোটেকশন সুইচ, শক, রেজিসট্যান্স ইত্যাদি সুবিধা। ডুরেবল স্টোরেজ হিসেবেও এটি প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত ডাটা ধরে রাখতে পারে। হট প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধার কারণে ইন্সটলে কোন ঝক্কি-ঝামেলা নেই। উইন্ডোজ ৯৮, এমই, এক্সপি, উইন্ডোজ ২০০০ এবং ম্যাক ৮.৬ বা তদূর্ধ্ব, লিনাক্স ২.৪.০ বা তদূর্ধ্ব যেকোন অপারেটিং সিস্টেমই এটিকে সাপোর্ট করে ফলে যেকোন প্লাটফর্মেই এটি ব্যবহার করা যাবে যদি ইউএসবি পোর্ট থাকে। এইপটেক ব্রান্ডের পেনডিস্কগুলো খুব শীঘ্রই বাজারে আনছে ডিমেক্সিম কম্পিউটার কম্পিউটার সিস্টেমস।

সুপিরিয়ার ইলেকট্রনিক্সেও পাওয়া যাচ্ছে ৬৪ মেগাবাইট ক্যাপাসিটির পেনডিস্ক। এগুলোর মূল্য ২৫০০ টাকা।

❑ সাদিক মোহাম্মদ আলম